দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্রের

# অডিও বার্তার অনুবাদ

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

# অতঃপর, তাদের পথ অনুসরণ করুন

শায়খুল মুজাহিদ আবুল হাসান আল-মুহাজির

(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)

আল হায়াত মিডিয়া সেন্টার

কর্তৃক অনুবাদিত

BN বাংলা

# অতঃপর, তাদের পথ অনুসরণ করুন

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র
শায়খুল মুজাহিদ আবুল হাসান আল-মুহাজির (হাফিজাহুল্লাহ)
এর অডিও বার্তার বাংলা অনুবাদ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর নুসরত দ্বারা ইসলামকে সাহায্য করেন, তাঁর শক্তি দ্বারা শিরককে পরাস্ত করেন, নিজের আদেশ দ্বারা সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন, নিজের পরিকল্পনা দ্বারা কাফিরদের প্রলোভিত করেন, যিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা (বিজয়ের) দিনগুলোকে (মুমিনদের আর কাফিরদের) মাঝে পালাবদল করান এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা নির্ধারণ করেছেন যে চূড়ান্ত বিজয় হবে মুত্তাকীদের জন্যই। সেই নবীর প্রতি সালাত ও সালাম যার তরবারি দ্বারা আল্লাহ ইসলামের বাতিঘরকে সমুন্নত করেছেন। অতঃপর,

যখন যুদ্ধ তীব্রতার চূড়ান্তে পৌঁছেছে আর দাওলাতুল ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বপ্নের প্রতিধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে, তখন (ইসলামের) ঝাণ্ডাবহনকারী আর আকীদার প্রহরীরা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করেছেন। তারা তাঁরই উপর ভরসা করেন, কারণ বিষয়টির কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। তারা ঈমান আর সৎকাজের বর্ম পরিধান করেছেন, তাইতো বাতিলপন্থী, দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী আর পরাজিত মানসিকতার মানুষদের পতন তাদের দুর্বল করে নি। সত্যিই তারা হলেন মহান আর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তারা আল্লাহর কালাম "যদি তোমরা বের না হও" পড়ে তড়িৎ উঠে দাঁড়িয়েছেন, "যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর" এই আহ্বান তাদের কানে পৌঁছামাত্র তারা নবীন-প্রবীণ সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সবাই কোরবানী পেশ করেছেন। তারা আরাম আয়েশ আর বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হন নি, আর না তারা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধ্বংসাবশেষের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। তারা হকের জন্য নিজেদের নিবেদিত করেছেন এবং একে দৃঢ় করতে কঠিন পরিশ্রম করেছেন, অতঃপর তা বেড়ে উঠেছে এবং উত্তম পাকা ফল দিয়েছে। তারপর প্রতিবেশী ভূমিতে জিহাদের সূত্রপাত হয় এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মহান উদ্দেশ্যের এই জিহাদে ক্রুশের উপাসক জাতি সমূহ আর বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ সরকারদের নিজের শিখায় জ্বালিয়ে দিয়ে এই জিহাদের পরিসর ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ধৈর্যশীল এবং তাদের প্রতি আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নিশ্চিত যোদ্ধাদের দ্বারা সত্যবাদীতার মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তারা তাদের রবের কালাম পড়েছেন, {তোমরা যে পরিস্থিতিতে আছো তাতে আল্লাহ ভালো থেকে মন্দকে আলাদা না করে মুমিনদের ছেড়ে দেবেন না।} [আল-ইমরান: ১৫], কালের পরিক্রমায় তারা বিষয়টির তীব্রতার ব্যাপারে অবগত হয়েছেন, বস্তুত, পরীক্ষা আর সারী সমূহকে ভেজালমুক্ত করার প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে অনিবার্য। এ হচ্ছে আল্লাহর চিরায়ত রীতি, {আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।} [আল-আহযাব: ৬২] ঘটনা প্রবাহের প্রতিটি মোড়ে তারা ফিরে আসেন এবং হিদায়াতের সেই ঝর্ণা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেন যা কখনো শুকিয়ে যায় না। তাইতো, কোন সন্দেহ তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না, আর কোন বিপদ আর দুশমনদের সমুচ্চয় তাদের জন্য দুর্বহ হয় না।

[কবিতা]

তারা কুফরের জাতি সমূহকে সন্ত্রস্ত আর হতভম্ব করেছেন। তারা কাফিরদের আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তাকে লুণ্ঠন করে তাদের এমন বিক্ষিপ্ত করেছেন যে কুফরের জাতি সমূহ ইচ্ছা স্বত্বেও আর নিরাপদ একটি জীবন খুঁজে পায় না, আর তারা জানে না যে কোন দিক থেকে তারা হামলার শিকার হবে। জমিনে জুলুমের শিকার মুয়াহহিদ মুজাহিদ আল্লাহর অনুগ্রহে দেখতে পান আমেরিকান আর ইউরোপিয়ান ক্রুসেডাররা প্যারিস, লন্ডন আর ম্যানহাটনের রাস্তায় গাড়ি চাপা খাচ্ছে, ছুরিকাহত আর খুন হচ্ছে। তা হলো চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত, ন্যায্য বিনিময়। তারা যেমন আমাদের হত্যা করে একইভাবে তারাও নিহত হবে, ঠিক যেভাবে তারা আমাদের উপর বোমা হামলা চালায় সেভাবেই তারাও বোমা হামলার শিকার হয়ে জাহান্নামে সমবেত হবে।

[কবিতা]

কিন্তু বিভ্রান্ত কুফরের নেতারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা নেতা তাদের বিভ্রান্ত করেই চলেছে এবং তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। যাতে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে দয়া-মায়াহীন ভাবে জুলুম চালানোর পরিণামে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আসন্ন দিনগুলোতে নিজেদের জন্য কী বয়ে আনছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করেই তাদের অপরাধ চালিয়ে যায়। এখানে আশ্চর্যের কী আছে? এটা তো তাদের চিরাচরিত অভ্যাস, ঠিক যেমন সর্বজ্ঞানী আর সর্ব বিষয়ে অবগত আল্লাহ ﷻ তাঁর মহান কিতাবে ইরশাদ করেছেন, {বস্তুত, তারা তো সর্বদাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে পারলে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী, তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।} [আল-বাকারাহ: ২১৭]

আমাদের রব –আলিমুল হাকিম- তাঁর কিতাবে এই সমস্ত মুজরিম কাফিরদের বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ও তাদের হত্যা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তাই হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা নতজানু হয়ে আল্লাহর আদেশ এবং বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। ভূমিতে তাদের শিরকের দুর্গন্ধ, তাদের জাহেলিয়্যাহ, তাদের অরাজকতা এবং ভূমিতে তাদের জুলুমকে দূর করাকে আল্লাহ আমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আমাদের রব আমাদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন, ঠিক যেমন তারা আমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে। তাই আমাদের কাছে তাগূত সালমান আর তার বেকুব ছেলে অথবা সিসি আর তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, আর কোন পার্থক্য নেই রাফিদা সাফাভী খামেনী অথবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আব্বাস আর হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের ক্রুসেডার আমেরিকান, রাশিয়ান আর ইউরোপিয়ান মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা কোন পার্থক্য করি না, তদুপরি ইয়া'রুবের সন্তানরা (অর্থাৎ আরব কাফিররা) ইসলামের প্রতি অধিক বিদ্বেষপূর্ণ এবং তারাই [জাহান্নামের] সর্বনিম্ন স্তরে বাস করবে। আমাদের রব বলেন, {এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর ঠিক যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।} [আত-তাওবাহ: ৩৬] তিনি আরও বলেন, {তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনাহ দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা ক্ষান্ত হয়, তাহলে জালিম ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন নয়।} [আল-বাকারাহ: ১৯৩] তাছাড়া তিনি সতর্ক করে বলেন, {হে ঈমানদারগণ, ইহুদী আর নাসারাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা তো একে অপরের মিত্র। তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে মিত্রতা করে সে তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।} [আল-মায়দাহ: ৫১]

তাই কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলো আমাদের একটি দ্বীনী অনুষঙ্গ যার দ্বারা আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর নৈকট্য কামনা করি যাতে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, {যুদ্ধকে তোমাদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে আর তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর, হয়তোবা তোমরা কিছুকে অপছন্দ করো এবং তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক আর, হয়তোবা তোমরা এমন কিছুকে পছন্দ করো যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।} [আল-বাকারাহ: ২১৬] তাছাড়া, তাঁর বান্দাদের তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জোর প্রচেষ্টা করার বিপরীতে মহান পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং উৎসাহিত করে তিনি বলেন, {এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইহসানকারীদের পুরস্কার বৃথা যেতে দেন না।} [আত-তাওবাহ: ১২০] তিনি আরও বলেন, {নিশ্চয়ই, আল্লাহ সেই সকল লোকদের ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করে সারিবদ্ধ হয়ে, যেন তারা সীসাগলা প্রাচীর।} [আস-সাফ: ৪] আর আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা এমন এক ব্যবসা যার পথ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখিয়েছেন, যখন তিনি বলেন, {হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের

জান-মালের বিনিময়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা জানতে।} [আস-সফ: ১০-১১] অতঃপর, তিনি তাঁর কালামে (জিহাদের জন্য) বিশাল পুরস্কার নির্ধারণ করেন, {তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহা-সাফল্য। আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান কর।} [আস-সফ: ১২-১৩]

মাদারিজুস সালিকিনে ইবনুল-ক্বাইয়্যিম ﷬ বলেন, "জিহাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে অন্যান্য সকল ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়। যদি সম্পূর্ণ মানবকুল ঈমানদার হয়ে যেত তাহলে এই ইবাদত এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ইবাদত যেমন, আল্লাহ জন্য মিত্রতা করা, তাঁর জন্যই শত্রুতা করা, তাঁর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর খাতিরেই ঘৃণা করা, তাঁর জন্য এবং তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্বার্থে নিজ প্রাণ কোরবান করা ইত্যাদি রহিত হয়ে যেত... (তারপর তিনি বলেন) আর সেই ইবাদতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর দুশমনদের বিরোধিতা করা, তাঁর রাহে তাদের উপর জবরদস্তি করা এবং আল্লাহর জন্য তাদের ক্রোধান্বিত করা। এইগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদতের অংশ, কারণ তিনি পছন্দ করেন যে তাঁর ওয়ালী তাঁর দুশমনদের ক্রুদ্ধ করবে, তাদের উপর জবরদস্তি করবে এবং তাদের ক্ষতি করবে। বস্তুত, বুদ্ধিমানরা ছাড়া অন্য কেউ এই আমলগুলো করে না।" এখানে তার বক্তব্যের সমাপ্তি, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

আনাস ইবনে মালিক ﷺ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলাহ হিসেবে কবুল করে এবং আমাদের মত করে জবাই করে। যদি তারা তা করে তাহলে তাদের রক্ত এবং সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। একমাত্র (শরীয়তের) হক ছাড়া, আর তার হিসাব আল্লাহ কাছে।" [সহীহ বুখারী]

নাজদী দাওয়ার ইমাম [শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ﷬]-কে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, জেনে রাখুন, এই হচ্ছে এমন এক কালাম যা কুফর এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্যকারী। তা তাকওয়াপূর্ণ একটি কালিমা, তা শক্ত বন্ধন। যাকে ইব্রাহীম ﷵ {অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।} [আয-যুখরুফ: ২৮] এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুখে তা বলা হবে আর তার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। বস্তুত, মুনাফিকরা তা বলা স্বত্বেও জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নস্তরে কাফিরদের নিচে অবস্থান করবে। যদিও তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে আর সাদাকাহ দেয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, হৃদয় দ্বারা তার অর্থ উপলব্ধি করা হবে, তাকে এবং তার অনুসারীদের ভালোবাসতে হবে, যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের বিরোধিতা এবং শত্রুতা করতে হবে। যেমনটা নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল,' অন্য রিওয়াতে এসেছে 'হৃদয় দিয়ে সত্যবাদীতার সহিত' অন্য কথায় 'যারা বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহর ব্যতীত সকল উপাস্যকে অস্বীকার করে।' এরকম অন্যান্য অনেক দলীল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতাকে নির্দেশ করে।" এখানে তার বক্তব্যের সমাপ্তি।

তিনি আল্লাহর কালাম {নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক উম্মাহ, সত্যের প্রতি অনুরক্ত, এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।} [আন-নাহল ১২০] এর তাফসির করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহর কালাম 'নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক উম্মাহ' এর অর্থ হলো, এই পথের পথিক যেন তার সহযাত্রীদের স্বল্পতার কারণে একাকীত্ববোধ না করেন, 'আল্লাহরই অনুগত' অর্থাৎ বাদশাহ কিংবা ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীর অনুগত নয়, 'সত্যের প্রতি অনুরক্ত' অর্থাৎ ফিতনাহগ্রস্ত আলেমদের মত ডানে-বামে অনুরক্ত নন, 'এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' অর্থাৎ ঐ লোকদের মত নয় যাদের দলে লোক সংখ্যা অনেক এবং তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে।"

আর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ", ইসলামের এই কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মানুষের সংখ্যা বিশাল, তারা

হচ্ছে সেই লোকগুলো যারা নিজেদের উম্মাহর অংশ দাবি করে আবার তারাই উম্মার বিরুদ্ধে কাজ করে, এক দিকে তারা এই উম্মাহকে সমর্থন করার দাবি করে তো আরেক দিকে তারা এর ভিত্তিকে ধ্বংস করে। তারা উম্মাহর ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে। বস্তুত, হিদায়াত প্রদর্শনকারী কিতাব আর সাহায্যকারী তরবারি ব্যতীত এই উম্মাহর অবস্থা সংশোধন হবার নয়। এই উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সেই সকল মুরতাদদের বিরুদ্ধে আবু বকর আস-সিদ্দিক ﵁ এর সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করা আবশ্যক, যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করেছে আর কাফিরদের শিবিরে যোগদান করেছে এবং তাওয়াগীত, মুশরিকিন ও নাস্তিকদের সাথে মিত্রতা করেছে। এমনকি যদিও তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে আর কাবা ঘর তাওয়াফ করে। আবু বকর আস-সিদ্দিক ﵁ যখন আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন সেই ঘটনায় এই দ্বীনের প্রতি আল্লাহর সমাদর আর রক্ষণাবেক্ষণ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তা হচ্ছে এমন এক পদক্ষেপ যা একমাত্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, উৎসাহী আর আল্লাহ কর্তৃক তাওফীক প্রাপ্ত পুরুষরাই গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ আবু বকর আস-সিদ্দিক ﵁ এর হাতে এই দ্বীনের দুশমনদের পরাভূত করেছিলেন, উম্মাহকে তার পিছনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং তাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যখন ইতিপূর্বে তাদের অধিকাংশই দ্বীন ত্যাগ করে আবার কাফির হয়ে গিয়েছিলেন। আবু বকর ﵁ তীব্র এক ঝঞ্ঝাবায়ু আর নিদারুণ ফিতনার সামনে অনড় পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি সালাত আর যাকাতের মধ্যে পার্থক্যকারীদের সবাইকে হত্যা করবো, কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের উপর (আল্লাহর) হক। আল্লাহর কসম, তারা যদি আমাকে একটি ছোট ছাগল দেয়া থেকে বিরত থাকে যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রদান করতো তাহলেও আমি সেই কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" তিনি এই কথা সেদিন বলেছিলেন যেদিন সাহাবীগণ ﵃ তাকে বলেছিলেন, "আপনি কেমন করে লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'?" উমার ﵁ বলেন, "তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূলের খলিফাহ, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরি করুন এবং তাদের সাথে নম্র হোন।' তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি তো জাহেলিয়্যাতের সময় পালোয়ান ছিলেন আর ইসলামে আপনি ভীরু হয়ে গেলেন? ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ হয়েছে আর দ্বীন পূর্ণ হয়েছে। তাহলে কি দ্বীন থেকে কিছু বাদ পড়বে আর আমি এখনো জীবিত?'"

উমার আল-ফারুক ﵁ তারপর বলেন, "আল্লাহর কসম, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু বকরের ঈমান বাকি পুরো উম্মাহ'র ঈমানের উপর প্রবল হয়েছে।"

আবু বকর ইবনু আইয়াশ বলেন, "আমি আবু হুসাইনকে বলতে শুনেছি, 'নবীদের পরে আবু বকরের চেয়ে উত্তম কেউ জন্ম গ্রহণ করেন নি। তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একজন নবীর মতোই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।'"

ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন, "অতঃপর, সালাত এবং সিয়াম পালন করা স্বত্বেও সালাফগণ যদি শুধু যাকাত না দেয়ার করণে তাদের মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেন, যখন তারা মুসলিমদের জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে নি, তাহলে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে তাদের ব্যাপারে কি হওয়া উচিৎ?"

বরং, এই জামানায় আমরা বলি, সেই সব লোকদের ব্যাপারে (বিধান) কী হবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন তাগূতদের সাথে মিত্রতা করে, যারা আল্লাহর আইন ও বিধানকে পরিবর্তন করে, তারা বিনীত হয়ে ক্রুসেডার এবং নাস্তিকদের সেবা করে, এই সব কিছুর উপর, তারা মুসলিমদের জামায়াতের প্রতি তীব্র ক্রোধ পোষণ করে এবং আল্লাহ বিধানের অন্ত দেখার জন্য আশায় থাকে, যদি তা হয় তাহলে তারা প্রকাশ্যে তাকে স্বাগত জানাবে এবং তার ব্যাপারে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করবে, যেমনটা হয়েছে মসুল, সিরত, রাক্কাহ এবং অন্যান্য জায়গায়। এই জামানার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সেই সকল লোকদের নির্বুদ্ধিতা, যারা খিলাফাহ রাষ্ট্রকে অপমান করে এবং সেই নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি হারানোর কারণে আনন্দিত হয়, যা খিলাফাহ'র অধীনে আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা পূর্বে শাসিত হয়েছে। এমন এক সময়, যখন একজন মুসলিম ক্রুসেডার অভিযানের তীব্রতা স্বত্বেও টিকে থাকা খিলাফাহ'র শাসনের অধীন এলাকা ছাড়া কোথাও আশ্রয় নেয়ার মত দারুল ইসলাম

খুঁজে পায় না। তদুপরি, ইরাক, শাম, ইয়েমেন, খোরাসান, সিনাই, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা সহ অন্যান্য অঞ্চল সমূহে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ হক এবং এই দ্বীনের কালিমা সমুন্নত করার জন্য উদ্যমের সাথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন। এই জামানায় তারাই ইসলামের জন্য যুদ্ধরত, তারাই সেই তাইফাতুল মানসুরার অংশ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে অধিক যোগ্য যার কথা নবী ﷺ তার হাদিসে বর্ণনা করেছেন, "আমার উম্মাহর মধ্য থেকে এমন একটি দল সর্বদা বাকি থাকবে যারা হকের উপর বিজয়ী থাকবে, তাদের বিরোধীতাকারী কিংবা তাদের পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পাবে না, যতক্ষণ না কিয়ামত সংঘটিত হয়।" তিনি আরও বলেন. "আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে।" অতঃপর, হে ইসলামের সন্তানগণ, হে তাওহীদের বাহকগণ, খিলাফাহ'র সম্মুখসারীর যোদ্ধাদলগুলো আপনাদের সামনেই। তাদের সংখ্যাকে বৃদ্ধি করুন এবং তাদের সারীতে যোগদান করুন, নিশ্চয়ই, আমরা এখন আসন্ন ফাতহ এবং মহান বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, বি-ইযনিল্লাহ, তাই অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার সাওয়াবকে হাতছাড়া করবেন না।

কুফর আর রিদ্দার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য, একটি নির্দিষ্ট তাকদীর ও অত্যাবশ্যক ফরজ। যিনি এই মর্মে ঈমান আনার দাবি করেন যে, আল্লাহ তার রব, ইসলাম তার দ্বীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ তার নবী, তার জন্য কাফিরদের হামলা এবং তাদের মুসলিমদের ভূমি দখল করা থেকে প্রতিহত করার কাজ থেকে দূরে থাকা জায়েজ নয়। কারণ দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের উপর দুশমনদের আধিপত্য এবং আপন কর্তৃত্বের সমাপ্তির কারণে মুসলিমদের অবস্থা শীতের রাতে ভেজা ভেড়ার মত। নিজেদের মুসলিম দাবীকারী এই লোকদের কাছ থেকে আপনি শুধু দেখবেন তারা তাদের খায়েশের অনুসরণ করছে এবং রিদ্দার মাধ্যমে দ্বীন থেকে দূরবর্তী হচ্ছে আর বানর-শুকরের উত্তরসূরিদের গোলামী করছে। তাই মুসলিমরা ইতিপূর্বে এই যুদ্ধের মত এমন মুসিবতের সম্মুখীন কখনই হন নি, এমন এক যুদ্ধ যা পরিচালিত হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, আকিদাহ মানহায থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সামরিক এবং মিডিয়া যুদ্ধে। তাছাড়া নিজেদের আলেম দাবীকারীদের দ্বারা সৃষ্ট আজকের এই পরীক্ষার মত পরীক্ষার সম্মুখীন উম্মাহ কখনও হয় নি। বরং, এই স্বঘোষিত আলেমরা আজ পৃথিবীতে আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি বর্শা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কতইনা আজব বিষয় এটি, একজন ব্যক্তি তার রবের কিতাব পড়ে এবং তারপর সে অবমাননা আর হীনতার মধ্যে বসবাস করে, যেখানে তার আকাঙ্ক্ষা লুণ্ঠিত, সে কি বিশ্বাস করবে আর দ্বীনের কোন অংশ বাদ দিবে সেটাও তাকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়, বাস্তবতার বুঝ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক বিরূপ সিজোফ্রেনিয়ায় বসবাসরত, সেই বাস্তবতা যার ব্যাপারে একমাত্র সেই বুঝেছে যে নিজের দৈন্যতা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং দ্বীনের বন্ধুর চূড়াতে চড়েছে, অতঃপর সে কর্মের ভাষা দেখেছে, অতিকথা আর শব্দবাহুল্যতার ভাষায় নয়, এগুলো তো হলো পিছনে পড়ে থাকা লোকদের বৈশিষ্ট্য। তাহলে এই বিশাল যন্ত্রণা আর ক্ষতি থেকে মুসলিমদের রেহাই পাওয়ার পন্থা কী? নিশ্চয়ই, আল্লাহর হিদায়াত সেই সকল লোকই দ্রুত অর্জন করেন যারা তাঁর রাস্তায় জিহাদ করেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ, আল্লাহ ﷻ বলেন, {যারা আমাদের রাস্তায় জিহাদ করবে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথগুলো প্রদর্শন করবো। আর আল্লাহ অবশ্যই ইহসানকারীদের সাথে রয়েছেন।} [আল-আনকাবুত: ৬৯] ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অতঃপর জেনে রাখুন, ইসলামে একজন বান্দার অবস্থান ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ় হয় না যতক্ষণ না সে তার হৃদয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য, আর সত্য হিদায়াহ হলো আল্লাহর হিদায়াহ, এবং হক সর্বদা আল্লাহর রাসূলের সাথেই, তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত থাকুন আর না থাকুন। তাকে ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করা হবে না, অন্য কাউকে অনুসরণ করা হবে না। সবার বক্তব্যকে তার বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, যদি তা তার বক্তব্যের সাথে মিলে তাহলে আমরা তা গ্রহণ করবো। এটা এই জন্য জন্য নয় যে অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি (বা আলেম) এই কথা বলেছেন, বরং, তা এই জন্য যে তিনি আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিষয়ে অবগত করেছেন। আর যদি ঐ ব্যক্তির কথা নবী ﷺ এর কথার সাথে না মেলে, তাহলে তা আমরা বর্জন করি। আর নবী ﷺ এর বক্তব্যকে কিয়াসীদের মত দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় না, আর না মূল্যায়ন করা হয় কোন দার্শনিকের বুদ্ধি দ্বারা বা কোন সংসার বিরাগীর পছন্দ দ্বারা। বরং, সব কিছু তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার বিপরীতে মূল্যায়ন

করা হবে, প্রশ্নবিদ্ধ কোন দিরহামকে যেমন সবচেয়ে অভিজ্ঞ পোদ্দারের সামনে উপস্থাপন করা হয়, সে যেটাকে সঠিক বলে সেটাই গ্রহণ করা হয় এবং সে যেটাকে বাতিল বলে সেটাই পরিত্যাজ্য।" এখানে তার বক্তব্যের সমাপ্তি, আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

অতঃপর, হে নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবাগণের পথ অনুসরণকারীগণ, যিনি নেক সালাফদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অনুসরণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যিনি দিনের যন্ত্রণাকে সয়ে যান তো রাতের দুর্যোগ তার উপর আঘাত হানে। হে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী, যার সামনে কষ্টের উপশম আর স্বস্তি দীর্ঘায়িত হচ্ছে, তদুপরি তিনি নিশ্চিত যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, কিতাল আর কতল ছাড়া অন্য এমন কোন সমাধান নেই যা আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করে, এগুলো ব্যতীত এই উম্মাহর সফলতা আর দুর্দশা থেকে উত্তরণের অন্য কোন পথ নেই। আল্লাহর রাস্তায় আমাদের জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে যাতে মুসলিমরা আবারও মুক্ত আর মহান হতে পারেন, পরাধীনতা আর হীনতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। যাতে ইসলাম পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করতে পারে আর সমস্ত মানবজাতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আত্মসমর্পণ করে। হে আমার মুজাহিদ ভাই, জেনে রাখুন, কষ্ট এবং ক্লান্তির সেতু অতিক্রম না করে সুখ আর শান্তি অর্জন করা যায় না, আর তা আপনাকে দেখিয়ে দেয় যে, কষ্ট আর ক্লান্তির পরই আছে সুখ, শান্তি আর আনন্দ। আজ আপনি এমন এক মহান জায়গায় আছেন যেখানে এই জামানায় খুব কম সংখ্যক লোকই পৌঁছেছেন, এমন এক জায়গা যেখানে আপনি মিল্লাতে ইব্রাহীম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর রক্ষা করেন। আপনি তা করেন আল্লাহর আদেশ পূর্ণ করার জন্য, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যচিত্তে এবং তিনি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পাবার আশায়। তাই শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে সাবধান হোন, কারণ নেক বান্দাদের বিরুদ্ধে শয়তান তার চক্রান্ত বন্ধ করে না। একবার সে তাকে উত্তেজিত করে তো আরেকবার সে তাকে মিথ্যা আশা দেয়, যতক্ষণ না সে তিনি তার ফাঁদে পা দেন, নিশ্চয়ই বিষয়টি গুরুতর। সেই বান্দার প্রতি আপনার রবের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অভিনন্দিত হোন, যিনি তাঁর রাসূলের তাসদিক করেছেন, তাঁর রাহে ক্লিষ্ট হয়েছেন এবং যুদ্ধ করেছেন, যতক্ষণ না তিনি ধৈর্যশীল আর সাওয়াবের প্রত্যাশী অবস্থায় নিহত হন, নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলগণ বেহিসাব পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত হবেন।

সাহাবা رضي الله عنهم ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম এবং তাদের রবের কিতাব ও নবী ﷺ এর সুন্নাহর ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞান সম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামানায় তারা তার সঙ্গী হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন নি, আর না তারা তার মৃত্যুর পর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে থেকে বিরত থেকেছেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তারা শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, আর এভাবেই প্রায় নিভে যাওয়া ইসলামের বাতিকে তারা পুনরায় সমুজ্জ্বল করেন।

এই দ্বীনের জন্য কোরবানি আর প্রথম প্রজন্মের দৃঢ় সংকল্পের এক অনন্য দৃশ্যপটে আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমার চাচা, আনাস ইবনুন নাজার, বদর যুদ্ধে ছিলেন না। তাই তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি প্রথম যে যুদ্ধে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন সেটাতে আমি ছিলাম না। যদি আল্লাহ চান আর আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন একটি যুদ্ধে উপস্থিত থাকি তাহলে তিনি দেখবেন আমি কি করি।' তারপর, উহুদ দিবসে যখন মুসলিমরা পিছু হটলেন তখন তিনি বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এরা –অর্থাৎ সাহাবাগণ- যা করেছে সে ব্যাপারে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর ওরা –অর্থাৎ মুশরিকরা- যা করেছে তা থেকে আমি বারা করছি।' তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং সাদ ইবনু মুয়াজের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'হে সাদ ইবনু মুয়াজ, জান্নাত, আন-নাজারের রবের কসম, আমি উহুদের সামনে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' সাদ বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি যা করেছেন তা আমি করতে পারি নি।'" আনাস বলেন, "তার গায়ে আশিটার মত তরবারি, বর্শার আর তীরের আঘাত ছিল। আমরা তাকে নিহত পেলাম। মুশরিকরা তার লাশ-বিকৃতি করেছিল, তাই তার বোন ছাড়া আর কেউ তাকে চিনতে পারে নি, যিনি তার আঙ্গুলের ডগা দেখে তাকে সনাক্ত করেছিলেন।" আনাস বলেন, "আমরা মনে করতাম তার এবং তার মত লোকদের ব্যাপারের এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে, 'মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে...(থেকে শুরু করে আয়াতটির শেষ পর্যন্ত।)'" [বুখারী] আনাস আরও বলেন, "বদর দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গীগণ বের হলেন এবং মুশরিকদের

আগেই বদরের ময়দানে পৌঁছলেন। তারপর মুশরিকরা এলো, অতঃপর, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি সামনে না থাকলে তোমাদের কেউ যেন কিছুর দিকে অগ্রসর না হয়।' তারপর যখন মুশরিকরা এগিয়ে এলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এমন এক জান্নাতের দিকে উঠে দাড়াও যার ব্যাপ্তি আসমান সমূহ আর জমিনের সমান।'" আনাস বলেন, "উমাইর ইবনুল হুমাম আল-আনসারী বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমন এক জান্নাতের যার ব্যাপ্তি আসমান সমূহ আর জমিনের সমান?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, 'বাখিন বাখ! (চমৎকার)' অতঃপর, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কি তোমাকে বাখিন বাখ বলতে উদ্বুদ্ধ করলো?' তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম সেই জান্নাতবাসীদের একজন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই (আমাকে তা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে।)' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তাদেরই একজন।' তারপর উমাইর তার তূণীর থেকে কিছু খেজুর বের করে তা খেতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আমি যদি এই খেজুরগুলো খাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় বেঁচে থাকি তাহলে তো তা হবে এক লম্বা জীবন।' আনাস বলেন, "তারপর তিনি তার কাছে থাকা খেজুরগুলো ছুড়ে মারলেন এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।" [মুসলিম]

বরঞ্চ, সাহাবাগণের মধ্যে কোরআনের বহনকারীগণ (অর্থাৎ হাফিজে কোরআনগণ) ছিলেন মৃত্যুর দিকে ছুটে চলায় অগ্রগামী। হ্যাঁ, হে তালিবুল ইলম, হারবুর রিদ্দার সময় উমার ফারুক আর আবু বকর আস-সিদ্দিক ﷺ আশংকা করেন যে কোরআনের বড় একটি অংশ হারিয়ে যাবে, কারণ নিহতদের মধ্যে হাফিজে কোরআনের সংখ্যা ছিলা বিশাল। তারপর উমার ﷺ আবু বকর ﷺ-কে বলেন, "ইয়ামামার দিন কোরআন পাঠকদের মধ্যে অনেকে নিহত হয়েছেন, আমি আশংকা করি বিভিন্ন ভূমিতে (যুদ্ধে) কোরআন পাঠকদের নিহত হওয়া সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কোরআনে বড় একটা অংশ হারিয়ে যাবে। আমার মত হলো আপনি কোরআন জমা করার আদেশ দিন।" হ্যাঁ, মুসহাফ আকারে কোরআনকে লিপিবদ্ধ করে তার সংরক্ষণ করার এটাই কারণ ছিল। সেদিন কোরআন আর ইলমের বাহকরা কতই না মহান উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন যেদিন তাদের ইলমের ফল প্রকাশ পেয়েছিল ভয় আর সন্দেহহীন ভাবে সাহস আর বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যমে।

আর যাইদ ইবনুল খাত্তাব ﷺ এর কথাই ধরুন, যিনি হারবুর রিদ্দার সময় ইয়ামামাহ দিবসে মুসলিমদের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম এবং অধিক স্থায়ী, তাই তার কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে যখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ, আমি আমার সঙ্গীদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং মুসাইলিমা যা নিয়ে এসেছে তা থেকে আমি বারা করছি।" তিনি দুশমনদের কচুকাটা করে ঝাণ্ডা হাতে অগ্রসর হতে থাকেন, অতঃপর যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি নিহত হন। তারপর আবু হুযাইফার বিমুক্ত দাস সালিম সেই ঝাণ্ডা নেন, যখন ইয়ামামার দিনে মুসলিমরা পিছু হটেন তখন, সালিম, যিনি কোরআন বহনকারীদের একজন ছিলেন, বলেন, "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম তখন আমরা এমনটা করতাম না।" তারপর তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খুঁড়েন এবং তার ভিতর দাঁড়ান, সেদিন তিনি মুহাজিরদের ঝাণ্ডা বহন করছিলেন। তিনি নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান, আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

জাফর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আসলাম কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইয়ামামার দিন যখন মানুষ সারিবদ্ধ হলো, তাদের মধ্যে আবু আকিল সবার আগে আহত হন। তিনি কাঁধ এবং হৃদপিণ্ডের মাঝামাঝি একটি জায়গায় তীর বিদ্ধ হন, তা জীবননাশী ছিল না। তিনি তীরটি বের করে ফেলেন এবং সকালে তার দেহের বাম পাশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাকে শিবিরে ফিরিয়ে নেয়া হয়, আবু আকিল তখন তার জখমের দরুন দুর্বল ছিলেন। তারপর যখন যুদ্ধ তীব্রতর হলো এবং মুরতাদরা মুসলিমদের তাড়িয়ে মুসলিমদের শিবিরের পেছনে নিয়ে গেল, এমতাবস্থায় তিনি মায়ান ইবনু আদীকে চিৎকার করতে শুনলেন, 'হে আনসার, আপনারা শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন!' আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, 'অতঃপর, আবু আকিল উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের লোকদের কাছে গেলেন।' তারা বললেন, 'তুমি এখানে কী করছো? তুমি লড়াই করতে পারবে না!' তিনি বললেন, 'আহ্বানকারী আমার নাম ডেকেছেন।' ইবনে উমার বললেন, 'আমি তাকে বললাম, তিনি শুধু বলেছেন, হে আনসার, তিনি আহতদের উদ্দেশ্য করে বলেন নি।' আবু আকিল বললেন, 'আমি আনসার, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আমি তার ডাকে সাড়া

দেব।' ইবনে উমার বলেন, 'আবু আকিল তারপর তার বন্ধনী পড়ে নিলেন এবং ডান হাতে তার তরবারি ধরলেন, এবং ডাকতে শুরু করলেন, 'হে আনসার, হুনাইন দিবসের মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন! একসাথে এগিয়ে যান, আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন। এগিয়ে যান, কারণ মুসলিমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে!' তারপর তারা শত্রুদের পিছু হটিয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ করালেন। অতঃপর, দুই দলে যোদ্ধারা মিশ্রিত হয়ে গেল এবং তাদের ও আমাদের মধ্যে তরবারির আঘাত আদান-প্রদান শুরু হলো।' ইবনু উমার বলেন, 'আমি আবু আকিলের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তার আহত হাত কেটে মাটিতে পড়ে আছে। তার দেহে ১৪টি আঘাত, সবগুলো প্রাণনাশী, এবং আল্লাহর দুশমন মুসাইলিমা নিহত হয়েছে।' ইবনু উমার বলেন, 'আমি আবু আকিলের পাশে দাঁড়ালাম যখন তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলেন, এবং বলালাম, 'হে আবু আকিল!' তিনি বললেন, 'লাব্বায়েক' –ঝাপসা আওয়াজে জিজ্ঞাস করলেন- কে বিজয়ী হয়েছে?' আমি বললাম, 'সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহর দুশমনটি নিহত হয়েছে।' তারপর তিনি আকাশের দিকে তার আঙ্গুল উঠালেন এবং আল্লাহ শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন, তারপর মৃত্যুবরণ করলেন –আল্লাহ তার উপর রহম করুন।"

[কবিতা]

অতঃপর, খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সবাই যেন জেনে রাখে, দাওলাতুল ইসলাম তার দুশমনদের যে হুমকি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করার কাজ চালিয়ে যাবে, কারণ আমাদের তরবারিগুলো এখনো কোষবদ্ধ হয় নি, আর আল্লাহর অনুগ্রহে, মালহামা সবে মাত্র শুরু হয়েছে।

উম্মতে ইসলামের সন্তানরা এই বিশাল আর গভীর সমুদ্রে এমনিতেই ঝাপ দেন নি, বরং তারা তাদের দৃঢ়তার নোঙ্গর আর দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানেই অতিপ্রাচুর্যতা লাভ করার ব্যাপারে নিশ্চিত, আর এই ঝাঁপে অংশগ্রহণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত নন। এর ফলাফল তো হলো দুই কল্যাণের একটি, দুটি শুভ-পরিণতির একটি, হয় বিজয় নয় শাহাদাহ। লাঞ্ছনাহীন মর্যাদাপূর্ণ একটি জীবন। উন্নত শীরে বেঁচে থাকার জীবন, ভিক্ষাবৃত্তি আর পরাধীনতার নয়।

নিশ্চয়ই, যারাই আজ অবলোকন করে তারা দেখতে পাবে যে এক কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি আমেরিকা – আল্লাহর অনুগ্রহের পর খিলাফাহ'র সন্তান আর আনসারদের দৃঢ়তার ফলে- আজ দিবাস্বপ্ন দেখছে এবং অভিলাষী হয়ে আশা করছে যে তা দাওলাতুল ইসলামকে মুছে ফেলবে। আমেরিকা তার বিরোধী জাতীগুলোর ব্যাপারে তার বর্তমান অবস্থার কথা, আর বাস্তবে কারা বিজয়ী হয়েছে, তা ভুলে গেছে নতুবা দেখেও না দেখার ভান করছে। কে নিজের নেতৃত্ব আর অবস্থান হারিয়েছে? রাজনীতির হাওয়া আর এখন তাদের ইচ্ছা অনুসারী প্রবাহিত হয় না। ওহে সব অমঙ্গলের মোড়ল! আজ তোমার অবস্থা হলো তুমি উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে, তোমার পদক্ষেপগুলো হোঁচট খেয়েছে আর তোমার লক্ষ্যগুলো আজ বিক্ষিপ্ত। তোমার ইচ্ছাগুলোকে আর কেউ পাত্তা দেয় না, তাইতো যাদেরকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নেয়া হয় তুমি তাদের ইচ্ছাকে মানিয়ে নেয়ার জন্য তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছ, এবং সমাধানর বিভিন্ন রাস্তার ব্যাপারে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ, তাদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার মত শক্তি আর তোমার নেই। আর এই অঞ্চলে সাফাভী প্রভাবকে হ্রাস করার ব্যাপারে তোমার বক্তব্য বেশি আগের কথা নয়, তাই হচ্ছে তোমার দুর্বলতার সর্বোত্তম প্রমাণ। আসলে, তোমার শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্বলতাই আজকে তোমার দুর্দশার কারণ, যার কারণে তুমি তোমার সেই সকল নীতি ত্যাগ করেছ যার দাবী তুমি করে থাকো। তাছাড়া, নিজের মিত্রদের সাথে সু-ব্যবহারও তুমি ত্যাগ করেছ, পুরো দুনিয়ার সামনে তুমি তোমার অতীত আর বর্তমান বন্ধুদের শাসাতে লজ্জাবোধ কর না। তুমি শামে তোমার সর্বদা উপস্থিতিকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থনের সাথে বেধে দিয়েছ – আর না হলে তারা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে। তুমি কি মনে কর আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজরিম নুসাইরী সরকারের উপর তোমার বোমা হামলা রাশিয়ানদের কাবু করবে বা সমীকরণে কোন পরিবর্তন আনবে? নাকি তুমি মনে কর ইরাক ও শামে আহলুস-সুন্নাহ বিরুদ্ধে

তোমার অপরাধ সবাই ভুলে যাবে? গৌতা আর দৌমা, আহলুস-সুন্নার দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাকারী কাহিনীর একটি পর্ব মাত্র, যা এখনো শেষ হয়নি। আর নুসাইরী সরকারের উপর তোমার বোমা হামলা মানুষের চোখে ধুলা দেয়া আর তাদের বুদ্ধিকে ছোট করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তা হলো একটি ভুয়া সংঘাতের দৃশ্যপট তৈরি, যাতে করে তুমি এই অঞ্চলে আহলুস-সুন্নাহর মুরতাদ তাগূতদের কিছু স্বার্থ রক্ষা করতে পারো। তুমিই আহলুস-সুন্নার অঞ্চলগুলোকে মাজূসী রাষ্ট্র ইরানের হাতে তুলে দিয়েছ। ইরাকে তোমার নৌ আর বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলো সাফাভী রাফিদা যোদ্ধাদলগুলোর নিরাপত্তা বিধান করেছে এবং আহলুস-সুন্নার ভূমিকে দখল করার রাস্তা করে দিয়েছে। বস্তুত, ইরানের সামরিক ডান হাত, রাফিদা হিজবুল-লাত হঠাৎ করে তার কাজের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে, প্রশংসিত হচ্ছে শামের আহলুস-সুন্নার বিরুদ্ধে তার কৃতকর্মের জন্য। ইরাকে রাফিদা গুন্ডা-পান্ডা আর মিলিশিয়ারা গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করছে, আর সুন্নীদের এলাকা সমূহে তাদের অপরাধ এবং সীমালঙ্ঘনের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে। সেই আহলুস-সুন্নাহ, এমন এক আগ্রাসী শত্রুর আগ্রাসনের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যাদের ক্ষত সারে নি আর অশ্রু শুকায় নি, যে তাদেরকে পরাধীনতা, দুর্দশা আর তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তাদের সম্পদ লুটের সুসংবাদ প্রদান করেছে। তারা কোন বিজয়ের কথা বলে? হে আমেরিকা, তুমি কোন বিজয়ের কথা বল, যখন মুজাহিদরা আল্লাহর অনুগ্রহে গরিমা আর মর্যাদা উপভোগকারী, তারা আজ শক্তি-সামর্থ্য, দূরদর্শীতা আর ঐক্যের অধিকারী? তাদের পরিস্থিতি আজ সেই পরিস্থিতির চেয়েও উত্তম যা তোমাকে কয়েক বছর পূর্বে ইরাক থেকে পরাজিত এবং অপদস্থ অবস্থায় পালাতে বাধ্য করেছিল। যার কয়েক বছর পরই আল্লাহ তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের গ্রামের পর গ্রাম আর শহরের পর শহরে বিজয় দান করেছিলেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাচুর্য দান করেছিলেন। আজ তুমি কোন বিজয়ের কথা বলছো, যখন তুমি দেশে দেশে ঘুরে কিছু দেশের দয়া প্রাপ্তির জন্য মিনতি করছো আর কিছু দেশের সাথে মিষ্টি-মধুর কথা বলছো, অপরদিকে তোমার তিক্ততর বিরোধী আর ঘোরতর শত্রু ক্রুসেডার রাশিয়া আজ নেতৃত্বের স্থান লাভ করেছে? রাশিয়া যুদ্ধের ময়দানে তাদের তথাকথিত বিজয় লাভ করে নি, বরং মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আহলুস-সুন্নার শহরগুলোতে "পোড়ামাটি নীতি" বাস্তবায়ন করে -একটি ভুয়া উষ্ণ অভ্যর্থনার নাটকের সাহায্যে- সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে নিজেকে সিরিয়ায় তার নুসাইরী মিত্রদের রক্ষক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য, হোক তা শুধু মিডিয়ায়। সেই দৃশ্য তোমার মনঃপুত হয় নি, হে আমেরিকা, আর না তোমার পছন্দ হয়েছে যখন রাশিয়ান কাফিররা পৃথিবীর সামনে এই বার্তা দিতে চেয়েছে যে, "আমি বিশ্ব নেতৃত্বে ফিরে এসেছি।" তুমি চতুরতার সামনে ধরাশায়ী হলে, তাই রাশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয় সংবর্ধনাকে ভেস্তে দিতে আর পৃথিবীর মনোযোগকে তার থেকে সরিয়ে আনতে বিশ্রী হাউসের বেকুবের জন্য পৃথিবীর সামনে নিজের কলম দিয়ে আল-কুদসকে ইহুদী রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণার ঘোষণাপত্রে সাক্ষর করা ছাড়া আর কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই কাজ করে তুমি সেই অপদার্থদের রাগান্বিত করলে যারা বিশ্বাস করে তুমি (আল্লাহর মতই) কল্যাণ আর অকল্যাণ সাধন করতে পারো, আর আজ তুমি এমন এক বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করছো যা তুমি কখনই অর্জন করতে পারবে না, তাই তুমি তা থেকে নিবৃত হও আর সমুদ্রের ওপারে ফিরে যাও! মুজাহিদদের সাথে আর মুসলিমদের ভূমির সাথে তোমার কি লেনাদেনা? যা গত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর, কারণ বুদ্ধিমানরা ক্ষতিকর প্রচেষ্টাকে বার বার পুনরাবৃত্তি করে না, আর নিশ্চয়ই, মুজাহিদ মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর তামকীনের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিকটবর্তী। তার উপর, (আল-কুদসকে ইসরাইলের রাজধানী বলে) তোমার স্বীকৃতি আল্লাহর কর্মবিধানের সামনে কোন কাজে আসবে? এমনকি যদি তুমি ইহুদীদের রক্ষা করার জন্য তোমার সব যুদ্ধ-বিমান, যুদ্ধ-জাহাজ, বিশেষজ্ঞ আর উপদেষ্টাদের নিয়ে মুসলিমদের প্রথম কিবলা আর মেরাজের ভূমিতে অবতরণ কর (তাতেও কোন কাজে আসবে না), কারণ মুসলিমদের সেনাবাহিনীর সাথে তাদের একটি সাক্ষাৎ রয়েছে যেটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। মুহাম্মাদ ﷺ এর রবের কসম, তা হলো এক প্রতিশ্রুতি, তাই হে মেরাজের ভূমিতে থাকা আমাদের আপনজনেরা ধৈর্য ধারণ করুন। ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা আপনাদের ভুলি নি। নিশ্চয়ই, খিলাফাহ রাষ্ট্রে আপনাদের ভাইরা যখনই কোন কুফরের জাতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তখন ইহুদীদের সাথে মোকাবেলার বদলে ভিন্ন দিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার কারণে মর্মপীড়িত হন। কারণ তারা ইতিমধ্যে দুশমনদের হামলা প্রতিহত করা আর মুসলিমদের শিকলবদ্ধ করে রাখা হীনতার সীমান্তসমূহকে উৎপাটনের কাজে ব্যস্ত। আর সিনাইয়ে খিলাফাহ'র সেনাদলগুলোর চরম দৃঢ়তা আর একের পর এক হামলা প্রতিহত করা তারই প্রমাণ আর

তাদের সত্যবাদীতার দলীল, আর সময়ই কথা বলবে। তো কোন বিজয়ের কথা তুমি বলছো, হে আমেরিকা? আর মুসলিমদের সন্তানেরা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে খিলাফাহকে বাইয়াহ দেয়া এবং একে নুসরত করার জন্য এগিয়ে আসা জারি রেখেছেন, এর সৌধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং কাঠামোকে সমুন্নত করার কাজে শরিক হওয়ার আশায়। বরং, আল্লাহর পছন্দ আর সন্তুষ্টির জন্য পরিচালিত জিহাদের অংশ হিসেবে খিলাফাহ'র সৈনিকরা ইরাক, শাম, ইয়েমেন, খোরাসান, সিনাই, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, সোমালিয়া, ফিলিপাইন এবং তিউনিসিয়ায় তোমার দালাল আর সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তাদের পরাজিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, আর একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে ঈসা ﷺ এর অবতরণের আগে তা বন্ধ হবার নয়। আর যে ভয়ানক দুঃস্বপ্নের স্বাদ তুমি আস্বাদন করছো তা কোন মিথ্যা স্বপ্ন বা বিশাল এয়ার কাভার দ্বারা সমাপ্ত হবার নয়, আর নিশ্চয়ই যা আসন্ন তা আরও কষ্টদায়ক আর বিষাদ, বিইযনিল্লাহ।

হে খিলাফাহ'র সেনা, কী আপনার পরিচয়, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ৭০টি দেশ সমবেত হয়!?

কে আপনি, হে খিলাফাহ'র সেনা, আপনার জন্য সম্মেলনের পর সম্মেলন সংঘটিত হয় আর জোটের পর জোট তৈরি হয়!?

কী আপনার পরিচয়, যার কারণে আমেরিকান, রাশিয়ান, ইউরোপিয়ান, পশ্চিমা আর প্রাচ্যদেশীয় সবাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক হয়েছে!?

কী আপনার পরিচয়, যার কারণে তারা আপনাকে সাদা ফসফরাস আর এমন বোমার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু বানায় যাকে তারা সব বোমার "মা" বলে ডাকে? তারা এমন সব কিছু আপনার মাথার উপর ছুড়ে মারে যাকে তারা নিজেরাই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল!

কে আপনি যে অপদার্থ সম্প্রদায় আপনাকে নুসরত করতে অস্বীকৃতি জানায়, তদুপরি তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উম্মাহর দুশমনদের সাথে হাত মিলায়? এই সব কিছু স্বত্বেও আপনি এগিয়ে গেলেন এবং এই দ্বীনের নুসরত করা থেকে মুখ ফিরালেন না!

কে আপনি যে তাদের চরিত্রহীন মিডিয়া নির্জীব পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আপনার ধ্বংসের উপলক্ষে চেঁচামেচি করে, আবার তাদের চোখের সামনে যখন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাতে আহলুস-সুন্নাহর ভূমি সমূহকে এর অধিবাসীর মাথার উপর গুড়িয়ে দেয়া হয়, তাদের সম্মানহানি আর জীবন নাশ করা হয়, তখন তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তা অবলোকন করে!?

কে আপনি, হে খিলাফাহ'র সেনা সৈনিক, এক বার আপনাকে জিন্দিক বলে অবহিত করা হয় তো আরেক বলা হয় আপনি দালাল, আবার সময়ে সময়ে বলা হয় আপনি খারিজি, কাফির আর নাস্তিক? মুরতাদ নামধারী আলেমরা আপনাকে আর কী কী নামে অবহিত করবে আর কুৎসা রটাবে তা নিয়ে দিশেহারা, এই সব কিছুর পরও, আপনি আপনার উম্মাহ আর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর গহ্বরে ঝাপ দেন!

আপনি কে? আপনার কর্ম আল্লাহর জন্যই আর তার পুরস্কারও তারই হাতে! অতঃপর আপনি নিজেরে পরিচয় স্মরণ করুন যাতে করে আপনি আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং এই দ্বীন ও আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে দৃঢ়পদ থেকে সেই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে পারেন, কারণ, আপনি হকের উপর আছেন। হে আল্লাহ, খিলাফাহ'র সৈনিকদেরকে তাদের হিজরতের উপর অটল রাখুন এবং তাদের পিছনে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন।

নিশ্চয়ই, খিলাফাহ'র রাষ্ট্র এর ঘোষণার পর থেকে উম্মাহকে আল্লাহর রাহে জিহাদ, কতল আর কিতালের সুসংবাদ দিয়ে আসছে, তা এই উম্মাহকে দুনিয়া লাভের কোন মিথ্যা আশা দেয় নি। এই রাষ্ট্র দ্বীন কায়েম করেছে, আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, দলাদলির সংকীর্ণতা ত্যাগ করে খিলাফাহ'র বিশালতার দিকে এগিয়ে গেছে। এভাবেই তা মানব সম্প্রদায়ের সামনে মুসলিমদের জামায়াতকে তার সম্মান এবং গৌরব

ফিরিয়ে দিয়েছে। যদি বিষয়টা এমন না হত তাহলে প্রাচ্য আর পশ্চিমের তাগূতরা এর বিরুদ্ধে সমবেত হত না আর পৃথিবীর জাতিগুলো এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো না। সত্যবাদী মুজাহিদগণ আমিরুল মুমিনিন আবু বকর আল-হুসাইনী আল-কোরাইশী আল-বাগদাদী (হাফিজাহুল্লাহ) কে মুসলিমদের খলিফাহ হিসেবে বাইয়াহ প্রদান করেন, সেই ঘোষণার সাথে সাথে কুফরের অনুসারীদের সাথে সংঘাত নতুন রূপ ধারণ করে, যা এই জামানায় বিগত হওয়া সকল জিহাদ থেকে ভিন্ন। তা ছিল ইরাক ও শামের মুজাহিদদের আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত তাউফিক। অতঃপর, ইমাম হলেন ঢাল – যেমনটা নবী ﷺ বলেছেন – "যার পিছনে দাড়িয়ে যুদ্ধ করা হয় এবং তার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হয়।" [বুখারী ও মুসলিম] এভাবেই "ইখতিলাফ" নামক এক অমঙ্গলকে দূর করা হয়, উম্মতে ইসলামের সন্তানদের বিভিন্ন দল আর ফিরকায় বিভক্ত করে রাখার জন্য যাকে বিশ্বাসঘাতক আর কুচক্রিরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। অতঃপর, আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ফিরে এসেছে এবং উম্মাহর বিভিন্ন প্রান্তে "মুসলিমরা এক-দেহতুল্য" এই বাক্যের অর্থের বাস্তবায়ন হয়েছে। তাইতো যে মুয়াহহিদের জন্য দারুল ইসলামে জিহাদের জন্য বের হওয়া আর হিজরত করা অসাধ্য হয়ে পড়েছে, যে মুয়াহহিদ ইহুদী-নাসারা আর মুরতাদদের মাঝে অবস্থান করছেন, তাকে আপনি দেখবেন নিজের দ্বীনকে নুসরত করার জন্য নিজের কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত হয়ে লড়াই করছেন, ইতোমধ্যে তাঁর দু'চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কীসের তরে তিনি নিহত হওয়ার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন।

[কবিতা]

অতঃপর, হে দাওলাতুল ইসলামে তাওহীদের সৈনিকগণ, নিশ্চয়ই এই খিলাফাহ হলো মুসলিমদের গৌরব আর কাফিরদের দুর্বার ক্রোধের কারণ, তাই আল্লাহর প্রশংসা করুন, কারণ তিনি আপনাদের এর পতাকাকে সমুন্নত করার এবং একে সুরক্ষা করার কাজে নিয়োগ করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। নিশ্চয়ই, আপনাদের মধ্যে টিকে থাকাদের আমরা আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তমদের যারা অগ্রগামী হয়েছেন তাদের মতই মনে করি, তাই নতুন ফাতহ আর গৌরবময় বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন। আর এই জামানায় ইসলামকে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য আমরা আল্লাহ ﷻ পর সেই প্রজন্মের উপর আশা রাখি আর ভরসা করি, যারা তাওহীদের উপর বেড়ে উঠেছে, আল-ওয়ালা ওয়াল বারাকে জীবন্ত বাস্তবতা হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আর কোরবানির স্বাদ চেখে দেখেছে। আজ আপনারা ইরাক, শাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে একটি মালহামাকে প্রত্যক্ষ করছেন, তাই আল্লাহকে উত্তম কিছু প্রদর্শন করুন।

[কবিতা]

নিশ্চয়ই, আল্লাহর শক্তি আর সামর্থ্যে মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের আল্লাহর দুশমন রাফিদা-সাফাভী আর প্রতারণার সাথে আহলুস-সুন্নাহর অংশ হিসেবে নিজেদের দাবিকারী মুরতাদ দালালদের মধ্যে একটি সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত রয়েছে, সত্বর, অতি সত্বর, কারণ যুদ্ধের দামামা এখনো বন্ধ হয় নি, আর খিলাফাহ'র সিংহরা আল্লাহর অনুগ্রহে নিজেদের ইচ্ছা স্বাধীন এবং নিজস্ব পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাচ্ছেন। তারাই হলের যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণকারী আর কুফরের জাতিসমূহকে অপদস্থকারী। কোন কাপুরুষ যেন এমনটা মনে না করে যে মুজাহিদিন আর তাদের নারীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে সে আনন্দ করবে, কসম সেই সত্তার, যিনি মেঘমালাকে স্থানান্তরিত করেন, যিনি বিশালকায় সাত আসমানের স্থাপনকারী এবং ফাতহের সময় প্রতিটি উপত্যকায় কাফিরদের সমাগমকে বিক্ষিপ্তকারী, তার হাত-পা গুলো বিচ্ছিন্ন করা হবে, তার দেহ থেকে প্রাণকে বের করে আনা হবে এবং তার দেহকে কবরে ছুড়ে মারা হবে, কারণ আমরা দুর্বল হই নি আর কাপুরুষতাও আমাদের পেয়ে বসে নি।

আমরা আস-সিদ্দিক আর ইবনুল ওয়ালিদের উত্তরসূরি, আমরা অবশ্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী উচ্ছৃঙ্খল মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাদের সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবো। তাই শুনে রাখো আর চিন্তা করে দেখ, হে ইরাক আর মাজূসী ইরানের রাফিদারা। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের লাশগুলোর দুর্গন্ধে তোমাদের পৃথিবী সীমাবদ্ধ হয়ে আসবে আর তোমাদের মৃতদের রক্তে দিজলাহ আর ফুরাত নদী দূষিত হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেক সতী-সিদ্ধি মুসলিম নারীর বদলা হিসেবে তোমাদের হৃদয়গুলোকে ক্ষতবিক্ষত করা হবে এবং তোমাদের দিনগুলোকে রক্তরঞ্জিত করা হবে।

হে খিলাফাহ'র লালন-ভূমি "আরদুস সাওয়াদ" ইরাকে যুদ্ধের শিখার প্রজ্জ্বলনকারীরা, হে দাওলাতুল ইসলামের বীরপুরুষ আর দ্বীনের রক্ষাকারীরা, গোয়েন্দা, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং মিডিয়াসহ রাফিদা সরকারের প্রত্যেকটি শাখাকে এমনভাবে গুড়িয়ে দিন যাতে নাম ছাড়া আর কিছু বাকি না থাকে। কোন কুৎসিত গোত্রীয় মুরতাদ নেতাকে শেষ না করে ছাড়বেন না, আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রত্যেকটি গ্রামকে শিক্ষাগ্রহণকারী এবং উদ্ধত বিভ্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উদাহরণ বানিয়ে দিন, কারণ তারাই নিজেদের রাফিদাদের গোলাম হিসেবে পেশ করেছে এবং মুজাহিদিন আর তাদের দুশমনদের মধ্যখানে (গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে) সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম, দায়ী, রাফিদা মুয়াম্মামিন, অধ্যাপক আর শিক্ষকদের মধ্য থেকে যারা মানুষের আকীদাকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করেছে আর শপথ গ্রহণ করেছে, সেই সকল ফিতনা আর গোমরাহির দিকে আহ্বানকারীদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য তাদের প্রতি আপনারা কোন ধরণের দয়া-মায়া দেখাবেন না, কারণ তারা জিন্দিক, মুরতাদ আর মুজরিম, যারা মানুষকে রাফিদাদের প্রতি আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহর মুয়াহহিদ বান্দাদের কষ্ট দেয়া প্রত্যেক মুরতাদের দেহ থেকে মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে দিন, এমনকি যদি পূর্বে তারা কখনো মুজাহিদদের সারীর একজন হয়ে থাকে তার পরও, আর পাকড়াও হওয়ার পূর্বে যারা তাওবাহ করে তাদের তাওবাহকে কবুল করুন। সেই সকল লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করুন যারা আশ্রয় দান করেছেন এবং সাহায্য করেছেন, যারা তাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল থেকেছেন আর মুসলিমদের সাথে কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, আল্লাহ আপনাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদের দান করুন এবং তাদের প্রতি অমায়িক হোন।

হে ইরাক, শাম এবং অন্য সকল ভূমির আহলুস-সুন্নাহ, জেনে রাখুন আল্লাহর পর দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ'র সৈনিকদের ছাড়া আপনাদের আর কেউ নেই, তাই তাদের আশ্রয় দান করুন এবং সমর্থন করুন, তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করুন। আর সতর্ক করছি যে, ইরাক ইরানী রাফিদা গণযোদ্ধা সরকার তথাকথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। যারা নির্বাচন এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য সমর্থন করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করবে, তার হুকুম এই নির্বাচনের দিকে আহ্বানকারীদের এবং একে সমর্থনকারীদের হুকুমের মতই। নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজেদের জন্য রুবুবিয়্যাহ আর উলুহিয়্যা সাব্যস্তকারী আর তাদের ভোট প্রদানকারীরা তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত রব আর শরিক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর দ্বীনে তাদের হুকুম হলো কুফর ও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তাই আমরা ইরাকের আহলুস-সুন্নাহকে সতর্ক করছি, সেই সকল লোকদের সমর্থন করার ব্যাপারে যারা রিদ্দার এমন কোন দরজা বাকি রাখে নি যাতে তারা প্রবেশ করেনি। আর বস্তুত, ভোটকেন্দ্র এবং তার ভিতরে থাকা সবাই আমাদের তরবারির লক্ষ্যবস্তু, তাই তাদের থেকে দূরে থাকুন আর তাদের ধারে কাছেও যাবেন না। আর আপনাদের মধ্যে যারা নিজেদের জানের ব্যাপারে কৃপণ আর ভূমি আঁকড়ে ধরে আছেন, যারা মুসলিমদের রাষ্ট্রকে সাহায্য করার আর আহলুস-সুন্নার আশ্রয় হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তারা যেন নিজেদের ঘরেই থাকেন এবং ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর কোনভাবে যাতে রাফিদা মুশরিকিন আর আহলুস-সুন্নার নামধারী মুরতাদের সাহায্য সমর্থন না করেন।

হে সর্বত্র থাকা খিলাফাহ'র সৈনিক আর আনসারগণ, জেনে রাখুন আমরা এক নতুন অধ্যায় পার হচ্ছি এবং এক বিদ্বেষী শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরাচ্ছি, এমন এক শত্রু যে মুসলিমদের ভূমি সমূহ নিয়ন্ত্রণ করার আর তার জন্য আমেরিকা যা রেখে গেছে তা পাওয়ার আশা করছে, কারণ মুজাহিদের সাথে প্রায় দুই যুগ ধরে যুদ্ধ করে আমেরিকা আজ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তাইতো তা পিছু হটতে শুরু করেছে, তা

আগে-পিছু কিছুর দিকেই তাকাচ্ছে না। আমেরিকা দেখতে পাচ্ছে তার মিত্ররা তাকে পরিত্যাগ করছে, আর সে আজ রাশিয়ান আর মাজূসী রাষ্ট্র ইরানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সামাল দিতে অপারগ। তাই এই দুই ক্ষতিকর দেশকে আপনাদের অভিযান আর জিহাদের টার্গেট বানান, যাতে মাজূসী আর রাশিয়ানরা তাদের জুলুম আর ইরাক ও শামে আহলুস-সুন্নার ভূমিকে জ্বালানোর বদলা হিসেবে কিছু যন্ত্রণার স্বাদ আস্বাদন করে। এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করুন, আর নিশ্চয়ই সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তাকওয়া। তারপর, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি আর বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সামনে অগ্রসর হোন। আনুগত্য বজায় রাখুন, জামায়াতকে রক্ষা করুন এবং এর দেখভাল করুন আর মতানৈক্যের ব্যাপারে সাবধান! কারণ তা আপনাদের জন্য সবচেয়ে দুর্দশাজনক এবং ধারালো তরবারির চেয়েও অনিষ্টকর। নীরবতা বজায় রেখে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন এবং নিজেদের সকল শক্তি আর প্রচেষ্টা ব্যয় করুন লক্ষ্যবস্তুর উপর নজরদারি করার জন্য আর দুশমনদের দুর্বলতা আবিষ্কারের জন্য। আপনাদের নিকটবর্তী গুপ্তচর –মোবাইল ফোন- এর ব্যাপারে সাবধান, কারণ তা তীরের ডগাকে পথ দেখিয়ে দেয়। আপনাদের দুশমনদের ক্ষতিসাধন আর শায়েস্তা করার জন্য যা যা লাগে সবকিছু গ্রহণ করুন, কারণ ক্রুসেডার আমেরিকা এমন কিছুকে নিজের অনুকূল মনে করেছে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, বি-ইযনিল্লাহ, তারা সময়ে সময়ে ভূমিতে নেমে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাই যেহেতু তারা আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাই কেউ যেন তাদের থেকে নিজের ভাগ হাসিল করা থেকে বিচ্যুত না হন। সব সময় ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ এর একটি কথা মনে রাখবেন, তিনি বলেন বিজয় পাঁচটি বিষয়ের উপর তৈরি, যা আমাদের রব তাঁর কালামে উল্লেখ করেছেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।} [আল-আনফাল: ৪৫-৪৬] এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ মুজাহিদদের পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করেছেন, এমন কোন দল নেই যাদের মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় পাওয়া গেছে আর তারা বিজয়ী হয় নি, এমনকি যদি তারা সংখ্যায় স্বল্প হয় আর তাদের দুশমনদের সংখ্যা হয় প্রচুর। সেই পাঁচটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, সাবাত বা দৃঢ়তা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেশি করে তাঁর জিকির করা, তৃতীয়টি হচ্ছে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে ﷺ মান্য করা, চতুর্থটি হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ না করা, পারস্পরিক বিবাদ ব্যর্থতা আর দুর্বলতা বয়ে আনে, আর বিবাদের মাধ্যমে বিবাদকারীরা প্রকৃতপক্ষে দুশমনকে তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে, কারণ ঐক্যবদ্ধ থাকা এক আঁটি তীরের মত, যাকে কেউ ভাঙতে পারে না, আর নিজের মত করে একা একা আলাদা হলে তাদের সবাইকে সহজেই ভেঙ্গে ফেলা যায়। আর পঞ্চমটি হলো এই সবগুলো ভিত্তি, আর তা হলো ধৈর্য। বিজয় এই পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি সবগুলো বা কয়েকটি বাদ পড়ে তাহলে পাঁচটি জিনিস থেকে বাদ পড়ার অনুপাতে বিজয়েরও অংশ বাদ পড়বে, আর যদি সবগুলো উপস্থিত থাকে তাহলে সেগুলো একটি অপরটিকে শক্তি যোগাবে এবং বিজয়ের পথে বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। যখন সাহাবাদের মধ্যে এই বিষয়গুলো উপস্থিত ছিল তখন কোন জাতিই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। তারা দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং ভূমি সমূহ আর তাদের অধিবাসী আল্লাহর বান্দারা তাদের কাছে নতি স্বীকার করেছে। আর তাদের পরবর্তীদের মধ্যে এই জিনিসগুলোতে দুর্বলতা দেখা দিল এবং হারিয়ে গেল, তখন পরিস্থিতি যা হওয়ার তাই হলো, আর আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তার উপরই ভরসা করি। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আমাদের সকল বিষয়ের সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম, এবং আমাদের সর্বশেষ আহ্বান হলো, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"